6।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৫ ...

বুয়েটে ভর্তি ॥ '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ

বুয়েট রিপোর্টার ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রণীত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিই অতীতের সকল ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতির চেয়ে ভাল পদ্ধতি বলে মত প্রকাশ করেছে স্থাপত্য বিভাগে স্নাতক কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আহ্বায়ক কমিটি। এ কমিটি ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রণীত পদ্ধতিই ভবিষ্যতে অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করেছে।

ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পূর্বমূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস কমিটি আরও দু'টি সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলো হলো— স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির জন্য মুক্তহস্তে অঙ্কনের জন্য ৫৫ মিনিট থেকে সময় বাড়িয়ে দেড় ঘণ্টা সময় দেয়া এবং মুক্তহস্তে অঙ্কনের পূর্বে ১০ মিনিট বিরতির পরিবর্তে ৪৫ মিনিট বিরতি দেয়া। কমিটি আরও বলেছে, অতীতের বছরগুলোর তুলনায় নতুন পদ্ধতি প্রণয়নের পর বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও তা হয়নি। কমিটি গঠন করেছিলেন বুয়েটের সাবেক ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ। এ কমিটি গঠন নিয়ে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকগণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দশ সদস্য বিশিষ্ট এ আহ্বায়ক কমিটির প্রথম বৈঠকেই পরবর্তী বছরের ভর্তি পরীক্ষার জন্য সুপারিশমালার খসড়া তৈরি হয়। একটি সূত্র জানিয়েছে, এ সুপারিশমালার সাথে মতবিরোধের কারণে একজন সদস্য কমিটি থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করেন। এর পর অপর এক শিক্ষককে এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর পর কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির দু'জন সদস্য বলেছেন, ঐ সুপারিশমালা একতরফা হয়েছে। উল্লেখ্য, দশ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির পাঁচ জনই স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক।

বুয়েটের উপাচার্য ডঃ নূরুদ্দীন আহমেদ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি শুধু বলেছেন, ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে নেয়া হবে। আহ্বায়ক কমিটি চ্যান্সেলরের গঠন করার কথা থাকলেও তা হয়নি। কোন প্রশ্নের জবাবে তিনি কিছুই বলেননি।